সংবাদ

তারিখ 28 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

শাহজাদপুরে আট শিক্ষার্থীকে রক্তাক্ত : অধ্যক্ষ গ্রেফতার

তদন্তে কমিটি, স্কুল বন্ধ

প্রতিনিধি, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)

শাহজাদপুর পৌরএলাকার দ্বারিয়াপুর মহল্লায় অবস্থিত রংধনু কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড মডেল হাইস্কুলের অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম শাহিনকে ক্যানসার আক্রান্ত সাদিকুল হক সাকিব এবং হার্টের রোগী আশিকুল ইসলামসহ ৮ জন শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারপিট করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। গত মঙ্গলবার সকালে স্কুল চলাকালীন সময়ে এই নির্মম ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তাওহিদুর রহমান শিশিরের বাবা সেলিম হোসেন বাদী হয়ে শাহজাদপুর থানায় মামলা দায়ের করেছে। এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে উপজেলা প্রশাসন স্কুলটি দু'দিন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ঘটনায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, ওই বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র তাওহিদুর রহমান শিশির, মনোয়ার হোসেন রিজভী, আশিকুল ইসলাম, ফারদিন আহমেদ, রাকিব হোসেন, মেহেদী হাসান মিম, সাদিকুল হক সাকিব ও ৭ম শ্রেণির শিপন আহমেদ নামের ৮ শিক্ষার্থী একসঙ্গে স্কুলের ওয়াশ রুমে যায়। অফিসের স্থাপিত সিসি ক্যামেরায় এই দৃশ্যটি অধ্যক্ষের নজরে এলে দ্রুত সে ওয়াশ রুমে ঢুকে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয়ে বেদম মারপিট করে। এতে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত চিকিৎসাধিন সাদিকুল হক সাকিব ও হার্টের রোগে আক্রান্ত আশিকুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে অভিভাবক ও এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে স্কুলটি ঘেরাও করে রাখে এবং ভাঙচুর করে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী অধ্যক্ষকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মিছিল করে। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম আহমেদ, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল কাদের বিশ্বাস, শাহজাদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ রেজাউল হক ও পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মনিরুল ইসলাম নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় মারমুখী অভিভাবক ও স্থানীয় জনগনের রোষানল থেকে রক্ষা করতে ওই স্কুলের অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম শাহিনকে আটক করা হয়। থানার অফিসার ইনর্চাজ রেজাউল হক ঘটনার জানান, রংধনু কিন্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম শাহিনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় ও ছাত্রদের মারপিট করে জখম করার অভিযোগ এনে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।